যুগান্তর
তারিখ ... 2 [illegible] 2005
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৬

সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারলে এ মাসেই ৮ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হবে

শফিউল ইসলাম

সরকারকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে এ মাসেই বন্ধ হয়ে যাবে আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরেই এগুলো বন্ধের সুপারিশ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উতরানোর জন্য নানাভাবে সুযোগ দেয়ার পর সরকার এবার হার্ড লাইনে যাচ্ছে। এজন্য এসব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মন্ত্রণালয়ে সশরীরে হাজির হয়ে তাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এবার সরকারকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে নির্ধারিত হয়ে যাবে তাদের ভাগ্য। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে তোলপাড়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শেষরক্ষা পাওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে তদবিরে নেমেছে একটি চক্র। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও এ নিয়ে চলছে তদবির। তবে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য বন্ধ নয়। উদ্দেশ্য তাদের একটা সিস্টেমের মধ্যে আনা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বন্ধের সুপারিশকৃত এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত চূড়ান্ত শোকজ নোটিশ প্রদান করা হয় এবং ১০ দিনের মধ্যেই জবাব দিতে বলা হয়। শোকজের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সশরীরে উপস্থিত হয়ে তাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করার আবেদন জানালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নেয় বলে জানা যায়।

সূত্র জানায়, বন্ধের সুপারিশকৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে গত মঙ্গলবার দুইটি ইউনিভার্সিটি এবং কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি শুনানির কথা থাকলেও দুইটি

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয় : বন্ধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইউনিভার্সিটি শুনানিতে আসেনি বলে জানা গেছে। গতকাল বুধবার গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং বগুড়ার পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। বাকী চারটি বিশ্ববিদ্যালয়— আমেরিকান বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রামের বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি এবং চট্টগ্রামের সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির শুনানির তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। তবে আগামী ২৫ মে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। বাকিগুলোর শুনানি আগামী সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। জানা যায়, শুনানিতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ এবং রেজিস্ট্রারকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। শুনানিতে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে।

তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিতে এবং সমস্যার সমাধান করতে না পারলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রমসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড জানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয় ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। দীর্ঘ এক বছর দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরজমিন পরিদর্শন শেষে ওই কমিটি প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সুপারিশমালাসহ প্রায় সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট জমা দেয়। এতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধিত) আইন ১৯৯৮-এর বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন, ন্যূনতম শিক্ষার পরিবেশ না থাকা, বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাসহ নানা অনিয়মের কারণে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল ও এদের কার্যক্রম বন্ধের সুপারিশ করা হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ওই রিপোর্ট আবার একজন বিচারপতি দিয়ে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। বিচারপতি দীর্ঘ দু'মাস পর সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেন। এতে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধের সুপারিশ করা হয়।

চূড়ান্ত শুনানি সম্পর্কে গ্রিন ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. ইউসুফ আলী বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। পূর্বতন কমিটি এসব করতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেই পূর্বকালীন ভিসি, ট্রেজারার নিয়োগ বাদেও প্রয়োজনীয় যোগ্য শিক্ষক নিয়োগসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সব আইনকানুন মেনে চলার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্লাসরুম, সেমিনার কক্ষ, লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই সংগ্রহ সবই করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় হলরুমের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজও শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ উতরানোর সব পদক্ষেপই নেয়া হয়েছে। সরকারকেও এসব বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন কোর্স পরিচালনার অপরাধে আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত সম্পর্কে গ্রিন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ শোকজের জবাবে বলেছে, এ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২ সালে পরিচালনার অনুমোদন পাওয়ার পরই সব কোর্সের সিলেবাস অনুমোদনের জন্য মঞ্জুরি কমিশনে পাঠানো হয়। এর মধ্যে বিবিএ, এমবিএ ও এফটিডিএম কোর্সের সিলেবাস অনুমোদিত হয়। বাকি কোর্সের সিলেবাস এখন পর্যন্ত অনুমোদিত হয়নি।

অনুমোদিত সিলেবাস দিয়ে কোর্স পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের এ অবস্থার জন্য মঞ্জুরি কমিশনকে দায়ী করে বলেন, কমিশনের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ইচ্ছা করেই তাদের সিলেবাস অনুমোদন দিতে দেরি করে। তারা বিশেষজ্ঞ কমিটির কথা বলে তাদের সিলেবাস অনুমোদন দিতে বিলম্ব ঘটায়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য যুগান্তরকে জানান, এই প্রতিযোগিতার যুগে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম তো আর থেমে থাকতে পারে না। তাদের কার্যক্রম তো অব্যাহত রাখতেই হবে। এ জন্য তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল হতে পারে না।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক যুগান্তরকে বলেছেন, সবকিছু আইনের মাধ্যমেই হবে। এখানে টাকা-পয়সা দিয়ে কোন কাজ হবে না। এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন। কেননা, বিষয়টি অত্যন্ত উঁচু পর্যায় থেকে তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমি নিজেই বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে দেখাশোনা করছি। আইন অনুযায়ী যা হবে তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া সরকারের ইচ্ছে নেই। শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি সুশৃঙ্খল পর্যায়ে ফিরিয়ে আনাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।'